ওঙ্কার মীমাংসা

বেদ-গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ

ওঁ

ওঙ্কার মীমাংসা

("ও৩ম্" জপের শাস্ত্রী বিধি তথা শাস্ত্রাক্ত প্রমাণ)

সম্পাদনা

শ্রী রজিৎ চন্দ্র

বেদ-গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ

[সর্বদা সত্য ও ধর্মের পথে]

ওঙ্কার মীমাংসা

প্রকাশক : বেদ-গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ

প্রথম সংস্করণ : ২ জুন ২০২৫ ইং

নতুন সংস্করণের সম্পাদনা : শ্রী রজিত্ চন্দ্র (Sri Rojit Chandra)

মূল্য : বিনামূল্যে ই-বুক কপি।

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : বেদ-গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ
© স্বত্বাধিকার : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ওঙ্কার মীমাংসা

("ও৩ম্" জপের শাস্ত্রী বিধি তথা শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ)

এই সংসার রমণীয়, বিচিত্র এই সংসারের সমস্ত সৃষ্টির রচয়িতা তিনিই। যিনি এসব কিছুর সৃষ্টি করেছেন তিনি হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি তাঁর এই সৃষ্টিতে জড়-জঙ্গম বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন —

সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ।
ইডস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর॥

[ঋগ্বেদ ১০/১৯১/১]

অর্থ: হে সুখবর্ষক অগ্রনায়ক পরমাত্মন! আপনি সকলের স্বামী হয়ে সমস্ত জড়-জঙ্গম বস্তু সমূহকে সম্যক প্রকারে সৃষ্টি করে, পার্থিব দেহের হৃদয়স্থানে বা স্তুতিবাণীর অধ্যাত্মযজ্ঞে সম্যক প্রকাশিত হোন। সেই আপনি আমাদের জন্য প্রদত্ত ধনকে প্রদান করুন।

তাই, একমাত্র তিনিই আমাদের উপাসনীয় —

মা চিদন্যদ্বি শংসত সখায়ো মা রিষণ্যত।
ইন্দ্রমিৎস্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুকথা চ শংসত॥

[ঋগ্বেদ ৮।১।১]

অর্থ: হে মিত্রগণ ! হে সুহৃদগণ ! ঈশ্বরের স্তোত্র ত্যাগ করে অন্যান্য দেবের স্তোত্র কখনো করো না। অন্যদের স্তুতি করে হিংসাকে প্রাপ্ত হয়ো না। নিখিল কামনাসমূহের বর্ষণকারী একমাত্র পরমাত্মারই স্তুতি করো এবং জ্ঞানাত্মক অথবা দ্রব্যাত্মক পরমাত্মার উদ্দেশ্যে পরমাত্মার স্তোত্রের উচ্চারণ করো।

এই সংসারে ঈশ্বরের সত্তা মান্যকারী যত ধার্মীক সম্প্রদায় রয়েছে, তাঁদের সকলের মধ্যে নিজ নিজ উপাস্য দেবের অনেক নাম তাঁদের ভাষায় বিদ্যমান রয়েছে। সেই নাম সমূহের মধ্যে প্রায় সমস্ত নাম তাঁদের উপাস্য দেবের ভিন্ন-ভিন্ন গুণ-কর্ম-স্বভাবের পরিচায়ক অর্থাৎ কতিপয় নাম দ্বারা তো পরমাত্মার কোনো বিশেষ গুণের বোধ হয় তথা অন্য নাম দ্বারা তাঁর কর্মের পরিচয় পাওয়া যায় এবং অনেক নাম দ্বারা উপাস্য দেবের স্বভাবের পরিজ্ঞান হয়। আমাদের সংস্কৃত ভাষায় উপাস্য দেবের কতগুলো নাম রয়েছে, এর গণনা করে শেষ যায় না। সংস্কৃত ভাষায় যতগুলোই শব্দ রয়েছে, প্রায় সেই সব শব্দ দ্বারা পরমাত্মার কোনো না কোনো বিশেষ গুণের পরিচয় তথা বর্ণনা পাওয়া যায়। তাই সেই শব্দ সমূহ দ্বারা পরমাত্মার বোধ হয়ে যায়। যেমন আদিত্য শব্দ রয়েছে, *"দো অবখণ্ডনে"* এই ধাতু থেকে অদিতি এবং তদ্ধিতের প্রয়োগে "আদিত্য" শব্দ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ যাঁর বিনাশ কখনো হয় না, সেই ঈশ্বরের এই আদিত্য সংজ্ঞা। কিন্তু ভৌতিক অর্থে সূর্যকেও

≈≈

আদিত্য বলা হয়। এই প্রকার "অঞ্চু" ধাতু 'গতি' এবং 'পূজা'— এর অর্থে প্রযুক্ত হয়। অগ্, অগি এবং ইণ এই সব ধাতুও গতি অর্থে প্রযুক্ত হয় তথা এই ধাতু সমূহ থেকে অগ্নি শব্দের সিদ্ধ হয়। সর্ব সাধারণের দৃষ্টিতে এর অর্থ "আগুন", কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে জ্ঞানস্বরূপ, সর্বজ্ঞ, জানার যোগ্য, প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য এবং পূজা করার যোগ্য হওয়ার কারণে সেই পরমেশ্বরের নামও অগ্নি। স্পর্শ জ্ঞান দ্বারা বায়ুকেও সকলে জানে *"বা গতি গন্ধনয়োঃ"* এই ধাতু থেকে বায়ু শব্দের সিদ্ধ হয়, তথা যিনি চরাচর জগতের ধারণ, জীবন প্রদান, প্রলয় করেন এবং সকল বলবানেরও বল; তাই ঈশ্বরের নাম বায়ু অর্থেও প্রযুক্ত হয়। **'সূর্যঃআত্মা জগতস্তস্থুষঃ'** [যজুর্বেদ ৭/৪২] যজুর্বেদের এই মন্ত্রভাগের অনুসারে সূর্য জড় এবং চেতন পদার্থের প্রকাশক, সংসার সূর্যকে এই প্রকার ভৌতিক জগতের অগ্নির গোলা মনে করে, কিন্তু সমস্ত জঙ্গম এবং স্থাবর পদার্থেরও যিনি প্রকাশক স্বরূপ, তাই "সূর্য" পরমপিতা পরমেশ্বরেরও দ্যোতক। এই প্রকার *"পৃথ বিস্তারে"* এই ধাতু থেকে পৃথিবী শব্দের সিদ্ধ হয়, সাংসারিক অর্থে এর অর্থও ভূগোল অর্থাৎ বসুন্ধরা, কিন্তু যিনি এই বিস্তৃত জগতের বিস্তারকারী রয়েছে, সেই পরমপিতা পরমাত্মার নামও "পৃথিবী"। পিপাসা অনুভূত হবার পর জল শব্দ আমাদের মুখে উচ্চারিত হয়, এই জলের বিনা সংসারের কার্য চলতে পারে না কেননা জল আমাদের ব্যবহারের বস্তু। কিন্তু এই জল শব্দ *"জলঘাতনে"* ধাতু থেকে ব্যাকরণ দ্বারা সিদ্ধ হয়, যার ঈশ্বর পরক অর্থ 'দুষ্টের তাড়ন এবং অব্যক্ত তথা পরমাণু সমূহের সংযোগ বা বিয়োগ করা'। তাই পরমাত্মা জল সংজ্ঞক কথিত হয়।

"কুবি-আচ্ছাদনে" এই শব্দ থেকে 'কুবের' শব্দ সিদ্ধ হয়, লৌকিক অর্থে তো ধনের স্বামীর অর্থে কুবের হয়, কিন্তু "যিনি নিজ ব্যাপ্তিতে সকলের আচ্ছাদন করে, সেই পরমেশ্বরের নাম কুবের"। এই প্রকার রাহু, শনি, শুক্র, মঙ্গল, বুধ, চন্দ্র, কেতু, যজ্ঞ —আদি এই সব শব্দ ভৌতিক পদার্থে প্রযুক্ত হয়ে সংস্কৃত শব্দে ভিন্ন-ভিন্ন অর্থে ঈশ্বরেরও বোধক। এই প্রকার আরও অনেক পরমাত্মার ভিন্ন-ভিন্ন অসংখ্য নামের উল্লেখ করা যেতে পারে, সেই নামের মধ্যে প্রত্যেক বাম প্রভু পরমেশ্বরের কোনো না কোনো বিশেষ গুণের ও কর্মের পরিচায়ক হয়। কিন্তু সেই উপাস্যদেবের একটি মুখ্য নাম এইরূপ হওয়া উচিত যেই নামের অন্তর্গত তাঁর অসংখ্য নামের সমাবেশ হয়ে যাবে। আর সেই একটি নাম দ্বারাই তাঁর সমস্ত গুণের, কর্মের এবং স্বভাবের বোধ হতে পারে। সেই পরম পবিত্র নাম প্রণব অথবা "ওওম্" ওঙ্কার; যেরূপ মহর্ষি পাতঞ্জলি যোগ দর্শনে বলেছে —

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ [যোগ দর্শন ১/২৮]

(প্রণব) অর্থাৎ 'ওওম্' যেই জগৎ নিয়ন্তা, সর্বব্যাপক, সর্বেশ্বর, সর্বাধার এবং সচ্চিদানন্দ প্রভুর নিজ নাম, এই "ওওম্"-এর সাথে তাঁর নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে।

≈≈

এই প্রকার যজুর্বেদ ৪০ তম অধ্যায়ে "ও৩ম্" শব্দের অনেক বার প্রয়োগ হয়েছে —

যেমন :– **ও৩ম্ ক্রতো স্মর ক্লিবে স্মর কৃতং স্মর॥**

[যজুর্বেদ ৪০/১৫]

অর্থাৎ, হে কর্মশীল জীব! মৃত্যুকে প্রাপ্ত করেও তুমি নিজ অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত "ও৩ম্" এই নামের বাচ্য ঈশ্বরকে স্মরণ করো, নিজ সামর্থ্যের জন্য "ও৩ম্" রূপী পরমপিতা পরমাত্মা এবং নিজ সামর্থ্যের স্মরণ করো তথা এই ওঙ্কারের সহিত মনের সম্বন্ধ যুক্ত করে নিজের সম্পাদিত কর্মের স্মরণ করো।

পরবর্তীতে আমরা যজুর্বেদের অন্তিম অধ্যায়ের ১৭ নং মন্ত্র দেখবো —

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
য়োঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽসাবহম্। ও৩ম্ খং ব্রহ্ম॥

[যজুর্বেদ ৪০/১৭]

অর্থ: হে মনুষ্যগণ! জ্যোতির্ময়, সবার রক্ষক আমার দ্বারা অবিনাশী সৎরূপ প্রকৃতির আচ্ছাদিত মুখের তুল্য উত্তম অঙ্গ প্রকাশিত হয়। যিনি ওই প্রাণ বা সূর্যমণ্ডলে পূর্ণ পরমাত্মা, সেই তিনি পরোক্ষরূপে আমিই। আমি আকাশতুল্য ব্যাপক এবং গুণ, কর্ম ও স্বরূপের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা মহান। আমি সমস্ত জগতের রক্ষক 'ও৩ম্'- এরূপ জানবে।

অর্থাৎ, সংসারের সকল মনুষ্যের প্রতি প্রভু উপদেশ দিচ্ছেন যে, হে মনুষ্যগণ! যেরূপ আমি এই লোকে রয়েছি, সেইরূপ অন্যান্য সূর্যাদিলোকেও অবস্থিত রয়েছি। বিশাল আকাশের ব্যাপকতার তুল্য আমার অস্তিত্ব রয়েছে, আমার থেকে অধিক কিছুই ব্যাপক নেই, আর না আমার থেকে অধিক কেউ বড় রয়েছে। আমার সুলক্ষণ সহিত যুক্ত পুত্রের তুল্য প্রাণেরও প্রিয় আমার নিজ মহান নাম "ও৩ম্", তাই প্রেম এবং সত্য ব্যবহারের সহিত যে আমার নাম ও৩ম্ এর রূপে স্মরণ করে তথা এই নামের স্মরণে যখন আসে, তাঁদের অবিদ্যাদি দোষ সমূহকে অন্তর্যামীরূপে নষ্ট করে বিজ্ঞান দ্বারা সুখ প্রদান করে মোক্ষকে প্রদান করি।

যজুর্বেদের অন্য স্থানেও কোন প্রকারে "ও৩ম্" এর বর্ণনা রয়েছে, দেখুন —

ও৩ম্ মনো জূতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্য়জ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং
য়জ্ঞং সমিমং দধাতু। বিশ্বে দেবাসঽইহ মাদয়ন্তামো৩ম্প্রতিষ্ঠ॥

[যজুর্বেদ ২/১৩]

এই মন্ত্রেও ঈশ্বর আদেশ দিচ্ছে যে, হে মনুষ্যগণ! অতি তীব্র গতিযুক্ত তোমাদের চঞ্চল মন যজ্ঞানুষ্ঠানে সংযুক্ত থেকে সুখী হবে, তথা সংসারের সমস্ত প্রাণীকেও সুখী করবে,

≈≈

≈≈

"ও৩ম্" এটি আমার উত্তম নাম, যেরূপ পিতা এবং পুত্রের প্রিয় সম্বন্ধ রয়েছে, সেইরূপ আমার সহিতও ওঙ্কারের অনুপম সম্বন্ধ রয়েছে।

"ও৩ম্ প্রতিষ্ঠ" হে ওঙ্কার প্রভো! আপনি আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হোন।

এর অতিরিক্ত ঋগ্বেদে "ও৩ম্" শব্দ কোন প্রকারে এসেছে, দেখুন —

ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বে দেবাস আগত।
দাশ্চাংসো দাশুষঃ সুতম্॥

[ঋগ্বেদ ১/৩/৭]

এই মন্ত্রে "ওমাসঃ" এটি একটি পূর্ণপদ, কিন্তু সন্ধি বিচ্ছেদ করার পর "ওম্+আসঃ" এইরূপ হয়ে যায়। পরব্রহ্ম "ওম্" পরমেশ্বরের নাম, তথা – "আস" এর অর্থ সমীপে উপবেশনকারীর, অর্থাৎ ব্রহ্মের নিকট উপবেশনকারী ব্রহ্মজ্ঞানী। এই মন্ত্রের পূর্ণ অর্থ এই প্রকার যে, হে সমস্ত বিদ্বানগণ! সোম আদি পদার্থ এবং বিজ্ঞানের প্রকাশক এবং সৎকার দ্বারা পরিপূরিত আমার ঘরে কৃপা করে আপনি আসুন, আপনারা কেমন? (ওমাসঃ) ব্রহ্মের নিকট উপবেশনকারী, ব্রহ্মের তত্ত্বকে জ্ঞাত তথা প্রজাদেরকে ধারণ ও তাঁদের পোষণকারী এবং বিবিধ বিজ্ঞানের প্রদানকারী।

এর থেকে জানা যায় যে "ও৩ম্" এর শরণে ধাবিত ব্যক্তিই এই প্রভুর সংসারে অবস্থিত প্রাণীদের উপর সমদৃষ্টি রেখে সকলকে সুখী করতে পারে এবং তাঁরাই "তত্ত্বদর্শী" সংজ্ঞাকে প্রাপ্ত হয়। তথা যারা অসমতার দৃষ্টিতে দেখে প্রাণীদেরকে কষ্ট প্রদান করে, হিংসায় রত তারা কখনো "ওমাসঃ" অর্থাৎ প্রভুর নিকট পৌঁছাতে পারবে না আর না তো তত্ত্বদর্শী হয়ে মোক্ষকে প্রাপ্ত করতে পারবে।

"ও৩ম্" এর মহত্বের বিষয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও কত সুন্দর স্পষ্ট লেখা রয়েছে —

তান্বেদানভ্যতপত্তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যস্ত্রীণি শুকাণ্যজায়ন্তঃ ভূরিত্যেব ঋগ্বেদাদজায়তঃ ভুবারিতিযজুর্বেদাৎস্বরিতিসামবেদাৎ। তানিশুক্রাণ্যভ্যতপত্তভ্যোঽভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়োবর্ণা অজায়ন্তাকার উকারোমকার ইতি তানেকধা সমমরত্তদোঽমিতি॥

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অধ্যায় ২৫, খণ্ড ৭]

অর্থ: বেদকে পর্যালোচনা করলো, সেই পর্যালোচনা থেকে তিন শুক্র (জ্যোতির্ময়) উৎপন্ন হলো ঋগ্বেদ থেকে ভূঃ, যজুর্বেদ থেকে ভুবঃ এবং সামবেদ থেকে স্বঃ। আবার সেই তিনটিকে পর্যালোচনা করে তিনটি বর্ণ উৎপন্ন হলো অকার, উকার এবং মহার; এই তিনটিকে একত্রিত করা হলো, তখন "ও৩ম্" এই শব্দ হলো। তাৎপর্য এই যে "ও৩ম্" শব্দই বেদের সার এবং আধার, "ও৩ম্" শব্দই বেদের পরম এবং মুখ্য বিষয়।

≈≈

≈≈

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে যে —

ওমিতি ব্রহ্ম । ওমিতীদংসর্বম্।
ওমিত্যেতদনুকৃতির্হস্ম বা অপ্যোশ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি।
ওমিতি সামানি গায়ন্তি । ওঁমশোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি।
ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি ।
ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি । ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি।
ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি ।
ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥

[তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১/৮]

"ও৩ম্"-ই ব্রহ্ম, এই সমস্ত ওঙ্কারই। "ও৩ম্" এটি অনুজ্ঞা (অনুমতি সূচক)। এছাড়া এটি প্রসিদ্ধ যে, "হে আচার্য আমাকে শ্রবণ করান" শিষ্যের এরূপ বলার পর "ও৩ম্" উচ্চারণপূর্বক আচার্য শিষ্যকে উপদেশ দিয়ে থাকেন। "ও৩ম্" উচ্চারণপূর্বক উদ্গাতা সামবেদের গান করেন এবং "ও৩ম্ শম্" বলেই গীতরহিত ঋচাসমূহের উচ্চারণ করেন। "ও৩ম্" উচ্চারণপূর্বক যজুর্বেদী ঋত্বিক যজুর্বেদের প্রোৎসাহক মন্ত্রপর পাঠ করেন। "ও৩ম্" উচ্চারণপূর্বকই সমস্ত ঋত্বিকগণের শিরোমণি ব্রহ্মা বৈদিক কর্মের অনুমতি প্রদান করেন এবং "ও৩ম্" উচ্চারণ করেই অগ্নিহোত্র করার আজ্ঞা দেন। "ও৩ম্" উচ্চারণপূর্বক ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করে "আমরা যেন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হই" এরূপ বলেন এবং তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

কঠোপনিষদে লেখা রয়েছে যে —

সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সঙ্গ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥

[কঠোপনিষদ ১/২/১৫]

অর্থাৎ, সকল বেদ যেই পদের কথন করে, সকল তপস্যা যাঁর বর্ণনা করে, যাঁকে প্রাপ্ত করার ইচ্ছায় সাধকগণ ব্রহ্মচর্যের পালন করেন, সেই পদ তোমার জন্য সংক্ষেপে বলছি, এই "ও৩ম্" সেই পদ।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্ ।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥

[কঠোপনিষদ ১/২/১৬]

এই ওঙ্কারই পরম ব্রহ্ম। এই অক্ষর সর্বোত্তম। এই অক্ষরকে জেনে যে মনুষ্য যা ইচ্ছে করেন, তাঁর তা অবশ্যই প্রাপ্ত হয়ে যায়।

≈≈

≈≈≈

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অক্ষর মানে "ও৩ম্" ওঙ্কার কীভাবে হলো? এর যুক্তি কী? তো চলুন এর উত্তর আমরা মহর্ষি যাস্কাচার্য বেদার্থের পরিচায়ক নিরুক্ত-তে লিখেছেন —

কতমৎ তদেতদক্ষরম্? ওমিত্যেষা বাগিতি শাক পূণিঃ ॥

[নিরুক্ত ১৩/১০]

অর্থ: এই মন্ত্রে যে "অক্ষর" শব্দ এসেছে, তার অর্থ কী? (তৎ+এতদ্) সেই এই (কতমদ্ + অক্ষরম্) কোন অক্ষর? এই শঙ্কা করে শাকপূণি আচার্য বলেন যে (ওম্+ইতি) ওম্ (এষা+বাগ্) এই বাণী। অর্থাৎ, মন্ত্রে যে "অক্ষর" শব্দ এসেছে তা ও৩ম্ এর বাচক।

মনুষ্য কীভাবে মোক্ষকে প্রাপ্ত হয়, এই বিষয়ে কঠোপনিষদে রয়েছে —

এতদালম্বনঁ শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্ ।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

[কঠোপনিষদ ১/২/১৭]

এই (ও৩ম্) ওঙ্কার রূপী আশ্রয় হলো শ্রেষ্ঠ, এই আশ্রয় সর্বশ্রেষ্ঠ, এই আশ্রয়কে জেনে প্রাণী মোক্ষকে প্রাপ্ত হয়।

মুণ্ডকোপনিষদে বলা রয়েছে যে —

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥

[মুণ্ডকোপনিষদ ২/২/৪]

ও৩ম্ নামের ধনুকের উপর আত্মারূপী বাণকে প্রতিষ্ঠিত করে যোগীগণ অপ্রমত্ত অবস্থায় তন্ময় হয়ে ব্রহ্মরূপী লক্ষ্যকে বিদ্ধ করে, যাহাতে তাঁদের অনন্ত এবং সুখের অক্ষয় ভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়ে যায়।

বেদ প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন মতিধারী জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি সম্প্রদায়েও "ও৩ম্" শব্দের বর্ণনাতীত মান রয়েছে, এই বিষয়ে একটি উদাহরণ মোনিয়র বিলিয়ম্স (Moniyor biliyems) নিজের কোষ "A Sanskrit English Dictionary" তে প্রদান করেন যে "Buddhists Place Om at the Beginning of their Shadakshari or mystical Formulary in Six Syllables Viz; "Om mani Padme Hum."

অর্থাৎ বৌদ্ধগণ ও৩ম্ শব্দকে নিজেদের ষড়াক্ষরী বা ছয় অক্ষরযুক্ত মন্ত্রের প্রারম্ভে রাখেন। অর্থাৎ **"ওম্ মণিপদ্মেহুম্"**।

≈≈≈

≈≈≈

মূল – কেননা এতে অ, উ এবং ম্ তিনটি অক্ষর একত্রিত হয়ে একটি ও৩ম্ সমুদায় হয়। এই এক নাম দ্বারা পরমেশ্বরের অনেক নাম বর্ণনা করা যায়। যেমন অকার থেকে বিরাট, অগ্নি এবং বিশ্বাদি। উকার থেকে হিরণ্যগর্ভ, বায়ু এবং তেজসাদি। মকার থেকে ঈশ্বর, আদিত্য এবং প্রজ্ঞাদি নামের বাচক এবং গ্রাহক।

এই ভাব মাণ্ডুক্যোপনিষদের নিম্নলিখিত বাক্যের আধারে লেখা হয়েছে —

সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা
অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮॥
জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা ॥ ৯॥
স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা ॥ ১০॥
সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা ॥ ১১॥

এইরূপ বিষয়ে পুনরায় আসে যে —

আপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্ আপ্নোতি হ বৈ সর্বান্ কামান্ আদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯॥

এখানে অকার-কে "আপ্লৃ ব্যাপ্তৌ" অর্থাৎ ব্যাপক অর্থযুক্ত ধাতু দ্বারা সিদ্ধ করা হয়েছে। জাগ্রত অবস্থাযুক্ত বিশ্ব নামক প্রথম পাদ'ই ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকার। যেই প্রকার অকার সর্বপ্রথম অক্ষর সকল বর্ণে ব্যাপ্ত, এটি ব্যাতিত কোনো বর্ণ বলা যায় না; এই প্রকার সকল পাদে প্রথম বিশ্ব নামক পাদ তিন পাদের মধ্যে ব্যাপ্ত। ব্যাপ্ত হওয়ায় তাঁর নাম বিরাট্।

উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি ॥ ১০॥

"উ" উৎকর্ষতা বা উভয়ত্ব থেকে বলা হয়েছে। উৎকর্ষ কৃষ্ ধাতু থেকে তৈরি হয়েছে যার অর্থ আকর্ষণ করা হয়। (চিত্র আকর্ষণ) এইজন্য "উ" এর অর্থ চিত্র (Design) এবং তৈরী করা (Execute)।

মিতেরপীতের্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্বম... ॥ ১১॥

"ম্" এর অর্থ হলো, যিনি সকলকে পরিমাপ করছে অথবা সকলের আশ্রয়।

অন্যদিকে মনু মহারাজ সৃষ্টির তিন অবস্থাকে ব্রহ্মের তিন অবস্থা কল্পনা করে "ও৩ম্" এর তিন মাত্রার সাথে মিলিয়েছেন। যেমন–

অকারং চাপ্যুকারং চ মকারং চ প্রজাপতিঃ ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ ॥

[মনুস্মৃতি ২/৭৬]

অর্থাৎ - যেই প্রকার দুধ থেকে ছানা বের করা হয়; সেই প্রকার প্রজাপতি অকার, উকার এবং মকার-কে ঋগ্, যজু এবং সামরূপী দুধ থেকে ছানার ন্যায় বের করে নেয়, তৎসহিত ভূঃ ভুবঃ এবং স্বঃ এই তিন মহাব্যাহৃতিকেও।

≈≈≈

≈≈

যে প্রমাণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ [অধ্যায় ২৫, খণ্ড ৭] এর উপর দেওয়া হয়েছে, তারও ভাব ইহাই।

আপ্টের কোষেও এই বিষয়ে লিখেছে —

The letter "A" is Vaisvanar the Spirit of waking Soul in the walking World, "U" is Taijas the Spirit of dreaming Soul in the world of dreams and "M" is Prajna the Spirit of Sleeping and undreaming soul.

অর্থাৎ "অ" এই অক্ষর বৈশ্বানর, যা সৃষ্টির জাগ্রত অবস্থায় আত্মা সমূহের জাগ্রত অবস্থা। "উ" তৈজস, যা সৃষ্টির স্বপ্নাবস্থায় আত্মা সমূহের স্বপ্নাবস্থা। এবং "ম" প্রজ্ঞা, যা আত্মা সমূহের সুষুপ্তাবস্থা। এই প্রকার এখানে সৃষ্টির তিন অবস্থা সমূহকে আত্মার তিন অবস্থার সাথে মেলানো হয়েছে। তথা এই প্রকারে উপরে এরূপ বলা হয়েছে যে, এই তিন অবস্থা সমূহের ব্রহ্মের সাথে কী সম্বন্ধ।

এখন এই তিন অবস্থা সমূহের ব্রহ্মের সাথে কী সম্বন্ধ রয়েছে? এই বিষয়ে প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নকে মনোযোগ পূর্বক দেখুন।

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ । স যো হ বৈ
তদ্ভগবন্মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত । কতমং বাব
স তেন লোকং জয়তীতি ॥ ১॥

শিবি ঋষির পুত্র ঋষি সত্যকাম মহর্ষি পিপ্পলাদের নিকট জিজ্ঞাসা করলো যে, হে গুরুবর! সংসারে সেই অত্যন্ত তপস্বী পুরুষ সমগ্র জীবন জিতেন্দ্রিয় থেকে শুধু ওঙ্কার রূপী ব্রহ্মকে উপাসনার সহিত চিন্তন করে, সেই পুরুষ সেই ধ্যানময় চিন্তন দ্বারা এই পৃথিব্যাদি লোকের মধ্যে কোন লোকের অধিষ্ঠাতৃত্ব পদ প্রাপ্ত করে?

সত্যকামের এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পিপ্পলাদ বললো —

তস্মৈ স হোবাচ। এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ ।
তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি ॥ ২॥

হে সত্যকাম! (এই সংসারে থেকে মুক্তি লাভের জন্য করা উপাসনা) 'পর' এবং (সাংসারিক সুখের কামনায় করা উপাসনা) 'অপর' ব্রহ্ম এই ওঙ্কার। এই প্রকার শব্দ এবং অর্থের সম্মিলন থেকে উৎপন্ন এই জ্ঞানকে বিদ্বানগণ ওঙ্কারের নামে উচ্চারিত করে, এই ওঙ্কারের জ্ঞান থেকে জ্ঞানী পুরুষ আত্মজ্ঞানের প্রাপ্তির সাধনে 'পর' এবং 'অপর' এর উপাসনা দ্বারা উপাসনা বিধির পর বা অপর ফলকে অনুকূলতার সহিত প্রাপ্ত করে।

≈≈

পরবর্তীতে মহর্ষি পিপ্পলাদ পুনরায় 'ও৩ম্' এর তিন মাত্রার সম্বন্ধে বলেছেন —

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে । তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥ ৩ ॥

অর্থাৎ যে প্রভুভক্ত ওঙ্কারের এই প্রথম মাত্রা 'অ' এর অভিধ্যান করে, সেই উপাসক কেবল এই 'অ' একমাত্রিক অকারের সামান্য উপাসনা দ্বারা বোধিত হয়ে নিজ কর্তব্য পথের উপর উদ্যোগের সহিত অগ্রসার হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হয়ে রাজ্যাদি সর্বোত্তম সুখ সমূহকে প্রাপ্ত হয়। সেই উপাসক পুরুষের জন্য ওঙ্কারের "অ" এর ঋগ্বেদরূপ এক মাত্রা পবিত্র যজ্ঞোপবীত সংস্কার দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও সন্মান প্রাপ্ত হওয়ার তুল্য মনুষ্যদের মধ্যে মানের হেতু হয়। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য এবং শ্রদ্ধা সহিত অভিপ্রেত সেই মনুষ্য পরমেশ্বরের মহিমার অনুভব করেন অর্থাৎ সেই সচ্চিদানন্দের মহত্ত্বকে জেনে স্বয়ং সেই মহা আনন্দকে প্রাপ্ত হয়।

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে সোমলোকম্ । স সোমলোকে বিভুতিমনুভূয় পুনরাবর্ততে ॥ ৪ ॥

যদি 'অ' 'উ' এই দুই মাত্রা সহিত যুক্ত সেই ওঙ্কার বাচ্য ব্রহ্মের সমগ্র জীবন মনন পূর্বক ধ্যান করা হয়, তো ইহলীলা সমাপ্ত করে সেই উপাসক কর্মকাণ্ড যুক্ত উপাসনা দ্বারা যজুর্বেদের অভিপ্রায়ে একাগ্রচিত্ত হয়ে, সর্বপ্রকারে মনকে সমর্পিত করে অন্তরিক্ষে অবস্থিত লোকসমূহে উন্নত স্থানকে প্রাপ্ত হয়। তৎ পশ্চাত সেই উপাসক চন্দ্রলোকে মন সম্বন্ধী সমস্ত সুখ দায়িনী সামগ্রী থেকে উৎপন্ন হওয়া আনন্দের অনুভব করে পুনরায় পৃথিবীতে উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞান সম্পন্ন কুলে জন্ম নেয়।

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভি-ধ্যায়ীত স তেজসি সূর্যে সম্পন্নঃ । যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে । তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥ ৫ ॥

আর যে উপাসক "অ" "উ" "ম্" এই তিন মাত্রাযুক্ত অবিনাশী ব্রহ্মের নামে সংসারের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম পরমাণু সমূহেও ব্যাপ্ত প্রভুর সম্মুখ হয়ে তদাকার বৃত্তি এবং যোগাভ্যাসের রীতিতে ধ্যান করে, সে মৃত্যুর সময়ে স্বর্লোকস্থ প্রাণের সহিত যুক্ত হয়ে, যেরূপ খোলস থেকে মুক্ত হয়ে সাপ নির্মল হয়ে যায় এই প্রকার সেই উপাসক সামবেদোক্ত উপাসনার

দ্বারা বিকার থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল (শুদ্ধ) হয় এবং প্রাণের সহিত জ্ঞান দৃষ্টিতে দেখার যোগ্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

এই বিষয়ের পুষ্টির জন্য আরও দুইটি শ্লোক প্রমাণরূপে দেখুন —

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা
অন্যোন্যসক্তাঃ অনবিপ্রযুক্তাঃ ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু
সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ ওঙ্কারকে তিন মাত্রাযুক্ত যোগাভ্যাসের সময়ে অবস্থিত জ্ঞানযোগে তৎপর যোগী জাগ্রত, সুষুপ্তি এবং বাহ্য বৃত্তি সমূহ দ্বারা আক্রান্ত অবস্থার বশে না হয়ে, নিজ কর্তব্যের পথে স্থিত থাকে।

ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং
সামভির্যৎ তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে ।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চেতি ॥ ৭ ॥

সেই শান্ত স্বরূপ, অজর এবং অভয়, সর্বান্তর্যামী প্রভুকে বিদ্বান এবং জ্ঞান সম্পন্ন যোগী ঋগ্বেদের বিজ্ঞান পরক স্তুতি থেকে যজুর্বেদীয় কর্মকাণ্ড জ্ঞানের সহিত সামবেদের প্রাণায়ামাদি জ্ঞান সম্বন্ধী কর্ম দ্বারা মনুষ্যলোক, পরলোক এবং সেই পরোক্ষ ব্রহ্মলোককে পণ্ডিতগণ জানেন। ক্রমশঃ অ, উ এবং ম্ এর সমুদায় "ও৩ম্" এর উপাসনা দ্বারাই প্রাপ্ত হয়।

অতিরিক্ত এই উপরোক্ত মহত্ত্ব যুক্ত প্রমাণের অন্যান্য উপনিষদ, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, স্মৃতি এবং শাস্ত্রের অগণিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রমাণ রয়েছে, যা কেনল সেই ওঙ্কার স্বরূপ প্রভুর উপাসনার জন্যই সকলকে আদেশ দেয়। যেমন :—

"ও৩ম্ খং ব্রহ্ম"

[যজুর্বেদ ৪০/১৭; ঈশাবাস্যোপনিষদ ১৭]

অবতীত্যোম রক্ষাকারী এইজন্য সেই ব্রহ্মের নাম "ও৩ম্", আকাশে ব্যাপক হওয়ায় "খম্", সর্ববৃহৎ হওয়ায় "ব্রহ্ম" ঈশ্বরের নাম।

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত ॥

[ছান্দোগ্য উপনিষদ ১/১/১]

যাঁর নাম ও৩ম্ এবং যিনি কখনো নষ্ট হন না, তিনিই উপাসনার যোগ্য।

≈≈

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥

[মাণ্ডুক্যোপনিষদ ১]

সকল বেদাদি শাস্ত্রে পরমেশ্বরের প্রধান এবং নিজ নাম ও৩ম্। অন্য সব নাম গৌণ।

সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সঙ্গ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥

[কঠোপনিষদ ১/২/১৫]

কেননা সকল বেদ সৎ ধর্মানুষ্ঠানরূপ শ্রবণ যাঁর কথন এবং মান্য করে, যাঁর প্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করে, তাঁর নাম ও৩ম্।

তাই পাঠকগণ স্বয়ং বিচার করুন যে, কোন প্রকারে বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ এবং উপনিষদের তথা স্মৃতিতে এই পবিত্র ব্রহ্মের বাচ্য ওঙ্কারের সূক্ষ্ম বুদ্ধ বা মহিমা পাওয়া যায়।

সংসারে যতগুলো ভাষা রয়েছে সেই সকল ভাষার অক্ষর 'অ' এর সহায়তা ব্যতিত বলতে পারা যায় না। আবার সেইসব ভাষায় অনেক এইরূপ অক্ষরও রয়েছে যার উচ্চারণ অত্যন্ত কঠিনতম হয়, এবং কতগুলো মনুষ্য এরূপ রয়েছে, যাঁদের দ্বারা আজীবনও সেই অক্ষর উচ্চারিত হতে পারে না। ইংল্যান্ডের বসবাসকারী লোকেরা বিশুদ্ধ 'খ' অক্ষরের করতে পারে না, ইংল্যান্ডের প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্সে যদি "ট ঠ ড ঢ ণ" এই ট বর্গের উচ্চারণ করানো যায়, তো তাঁরা বিপত্তিতে পরে যায়। কোনো কোনো মহানুভবের দ্বারা বিশুদ্ধ 'র' অক্ষরের উচ্চারণ হয় বা, কেউ 'শ' 'ষ' 'স' এর উচ্চারণ করতে পারে না, বঙ্গ ভাষা-ভাষী লোকজন 'ক্ষ' অক্ষর বলতে পারে না। এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার অভ্যাসী ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর বলতে অনভ্যস্ত। কিন্তু যেকোনো দেশের নিবাসী, যেকোনো ভাষার অভ্যাসী ব্যক্তি "অ" "উ" এবং "ম্" এই তিন অক্ষর বলতে কখনো দ্বিধায় পরবে না।

এটা তো রইলো শিক্ষিত এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষাভাষীদের কথা, এখন সেই অবোধ শিশুদের দিকেও ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করি, যে জন্ম নেওয়া সঙ্গে সঙ্গেই অঁ, আ, আউ, উ এবং ম আদি স্বরের উচ্চারণের সহিত মায়ের কোলে কাঁদে। তথা মাতাও সেই বাচ্চাকে অঁ, আ এর উচ্চারণ করে শান্ত বা চুপ করিয়ে দেয়। মা এবং বাচার এই স্বাভাবিক "ও৩ম্" শব্দের পবিত্র প্রণালীকে কেউ নির্মাণ করে নি আর না তো শিক্ষা দিয়েছে বরং স্বভাবতই তাঁদের মুখ থেকে এই ওঙ্কারের অক্ষরের উচ্চারণ হয়, এটি কেবল আজ থেকেই নয় বরং সৃষ্টির আদি কাল থেকেই চলে আসছে। বাচ্চাদের অতিরিক্ত বোবা এবং কানে কালা ব্যক্তিকেও কিছু জিজ্ঞাসা করে দেখুন, তাঁরাও অতিরিক্ত যেকোনো অক্ষরের সরলতা পূর্বক

≈≈

≈≈

উচ্চারণ করায় নিজেকে অসমর্থ বোধ করে। এই প্রকার সংসারের যতগুলো ভাষা রয়েছে, তাহাতে 'অ' 'উ' এবং 'ম্' এই তিন অক্ষরই এইরূপ সরল এবং উপযুক্ত; যেগুলোর বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহজই সকলে করতে পারে।

ইংরেজি ভাষায় ঈশ্বরকে God (গড) বলে কিন্তু আরব-নিবাসী God শব্দের উত্তম প্রকার উচ্চারণ করতে পারে না; কেননা আরবি ভাষায় 'গ' এবং 'ড' এর সর্বথা অভাব রয়েছে। ঠিক এর বিপরীত ইংরেজ বা ফ্রান্সের নাগরিকগণ "খোদা" শব্দের উচ্চারণ করতে পারে না। হিন্দু সমাজে প্রভুর অর্থে প্রযুক্ত প্রসিদ্ধ "রাম" শব্দকেও সকলে বলতে পারে না; এই সব কথা থেকে প্রতীত হয় যে, মানব সমাজ ব্রহ্মের অর্থে "ও৩ম্" শব্দের সরলতা পূর্বক ব্যবহার করতে পারে।

গীতায় যোগীরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ওঙ্কার নামের মহিমার সম্বন্ধে কত সুন্দর লেখা রয়েছে —

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সঙ্গ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥

[গীতা ৮/১১]

অর্থাৎ – যেই অক্ষরকে বেদ বেত্তা বলে, যাহাতে বীতরাগ যতিগণ প্রবেশ করে, যাঁর প্রাপ্তির ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্যের আচরণ করে, হে অর্জুন! সেই পদকে আমি তোমার জন্য সংক্ষেপে বলছি।

কেননা —

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

[গীতা ৮/১৩]

"ও৩ম্" এই একাক্ষর ব্রহ্মের মৃত্যুর সময়, পরমাত্মাকে স্মরণ করে যে মনুষ্য উচ্চারণ করে। সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়।

এই প্রকার অনেকানেক আর্ষ গ্রন্থের বাক্য উদ্ধরণ স্বরূপ লেখা যেতে পারে। যেগুলোর থেকে "ওঙ্কার" এর মহত্ত্ব তথা "ও৩ম" অক্ষর ব্রহ্মের ধ্যান করার নির্দেশের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিষয়ে পাঠকদেরকে প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নের অধ্যায়ন বিচার পূর্বক করা আবশ্যক, গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে এখানে উপরোক্ত কতিপয় উদ্ধরণকেই পর্যাপ্ত রূপে দেখানো হলো।

≈≈

≈≈

সংসারে মানব জাতির প্রাচীন ধর্মের তুলনাত্মক অধ্যয়ন থেকেই এই কথা জানা যায় যে, সেই কালে পরমাত্মার মুখ্য নাম "ও৩ম্" বা এর কোনো না কোনো বিকৃত রূপ সেই ধর্মাবলম্বীদের ভাষায় উপলব্ধ হয়। উদাহরণের জন্য ইংল্যান্ড দ্বীপকেই নিন, খ্রিষ্টান ধর্মের প্রচারের পূর্বে এখানকার পৈতৃক ধর্ম Drudidism দ্রুদবাদ ছিল, Druid দ্রুদগণ প্রাচীন ইংল্যান্ড নিবাসীদের পুরোহিত ছিল, গৃহস্থদেরকে যজ্ঞ করাতো। পরমাত্মার জন্য যা কিছু শব্দ সেই Druids 'দ্রুদ' গণের প্রচলিত ছিল সেগুলোর মধ্যে একটি "ঈসর" শব্দ তথা দ্বিতীয়টি "ওম্হ" শব্দ বিচারণীয়। এতে তো কোনো প্রকারের সন্দেহ নেই যে 'ঈসর' শব্দ সংস্কৃত ভাষার 'ঈশ্বর' শব্দেরই একটি বিকৃত রূপমাত্র। 'ওম্হ' শব্দের বিষয়ে নিশ্চয়পূর্বক বলা যেতে পারে যে, এই শব্দ "ও৩ম্" এরই অপর রূপ।

খ্রীষ্টান তথা ইহুদী ধর্মাবলম্বী বাইবেল (Bible) কে নিজেদের মাননীয় ধর্মগ্রন্থ মনে করে। বাইবেলে "আমেন" Amen শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থানে হয়েছে। এই 'আমেন' শব্দ 'ওমন' শব্দেরই একটি বিকৃত রূপ এবং 'ও৩ম্' শব্দ উভয়ই সমানার্থক। "ও৩ম্" শব্দও পরমাত্মা বাচক তথা স্বীকারোক্তিও। "আমেন" শব্দও পরমাত্মা বাচক তথা স্বীকারোক্তিতেও প্রযুক্ত হয়। প্রমাণ স্বরূপ দেখুন বাইবেলের অন্তিম পুস্তক "প্রকাশিত বাক্য" Revelation অধ্যায় ৩, আয়াত ১৪:—

And unto the angel of the Church of the Liodicans write; These things sayeth the Amen.

অর্থাৎ :– আর লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীর দূতের নিকট লিখ আমেন এই কথা বলেন। স্পষ্ট যে, এখানে "আমেন" শব্দ পরমাত্মার বাচক, এবং এতে ভাষা বিজ্ঞান শাস্ত্রের পণ্ডিতদের মতভেদও হতে পারে না যে, "আমেন" শব্দ "ওমন্" শব্দেরই রূপান্তর। বাইবেলের "Psalm" অর্থাৎ "স্তোত্র সংহিতা" নামক পুস্তকে রয়েছে :—

Blessed be the Lord God of Israel from everlasting to everlasting and let all the people say, Amen Praise ye the Lord.

অর্থাৎ :– ধন্য ইসরায়েলের পরমেশ্বর যোহবা অনাদি কাল থেকে সে ধন্য'ই এবং অনন্ত কালেও থাকবে এবং সকল প্রজা বলে "আমেন" যাহুর স্তুতি করো। [স্তোত্র সংহিতা ১০৬/১৪]

এই "আমেন" শব্দের বিকৃত রূপ আরবি ভাষায় "আমিন" শব্দ। মুসলমানগণ প্রার্থনার আয়াত সমূহকে পাঠ করে "আমিন" শব্দের উচ্চারণ করে। আরবি ভাষায় "আমিন" এর ব্যুৎপত্তি 'অমন' বা 'অমান' ধাতু দ্বারা করা হয় এবং 'অমন' ও অমানের অর্থ নির্ভয় করে দেওয়া বা সুরক্ষিত করে দেওয়া; এই দাতু থেকে 'মোমিন' শব্দ তৈরি হয়েছে এবং

≈≈

আরবিতে এই পরমাত্মার একটি নাম রয়েছে (দেখুন আরবি লুগাত সুরাহ) 'ওওম্' শব্দেরও অর্থ রক্ষাকারী, তাই মোমিন এবং ওওম্ সমানার্থক শব্৬।"আমিন" শব্দও স্বীকারোক্তিতে ওওম্ এর সদৃশ আরবিতে প্রযুক্ত হয়।

উপরোক্ত সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ তথা তার্কিক যুক্তির দ্বারা এই কথার সম্যক প্রকারে স্পষ্টকরণ হয়ে যায় যে, জগৎ নিয়ন্তা প্রভু পরমাত্মনের মুখ্য নাম ওওম্ এবং অন্যান্য নাম অপেক্ষা সরলতম তথা ব্যাপক। তাই প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ আবার-বৃদ্ধ বিদ্বান তথা অবিদ্বান সকলের উচিত এই ওওম্ নামের দ্বারা প্রভুর চিন্তন করা, তথা প্রত্যেক শুভ কর্যের অনুষ্ঠান ওওম এর উচ্চারণ তথা ধ্যান পূর্বক করা, যেরূপ কৃষ্ণ ভগবান গীতায় অর্জুনকে উপদেশ প্রদান করে বলেছেন —

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥

[গীতা ১৭/২৪]

অর্থাৎ - এই হেতু ব্রহ্মবাদীগণ বিশারদ পুরুষের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ দান তপস্যার ক্রিয়া ওওম্ শব্দ উচ্চারণ পূর্বকই করেন।

এই শ্লোকের ভাষ্য করতে গিয়ে স্বামী রামানুজাচার্য লিখেছেন :–

তস্মাৎ ব্রহ্মবাদিনাং বেদবাদিনাং ত্রৈবর্ণিকানো যজ্ঞ দান তপঃ ক্রিয়ঃ বিদ্যানোক্তাঃ বেদ বিধানোক্তঃ আদো "ওওম্" ইতি উদাহৃত্যঃ সততং সর্বদা প্রবত্তেন্তে॥

অর্থাৎ:– এইজন্য ব্রহ্মবাদী বেদপাঠী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বেদে বিধান করা যজ্ঞ দান তপস্যা সকল ক্রিয়ায় সর্বদা প্রথমে "ॐ" এই শব্দের উচ্চারণ করে আরম্ভ করা হয়।

পরমাত্মার নাম স্মরণ করায় কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই, হোক সে পুরুষ বা নারী অথবা হোক যেকোনো বর্ণের। পরমাত্মার ধ্যান তথা চিন্তন দ্বারা পরমোত্তম গতিকে সকলেই প্রাপ্ত করতে পারে।

ওঙ্কার উচ্চারণ বিধি

এখন আমরা ওঙ্কারের "ও৩ম্" উচ্চারণ বিধি দেখবো। মহর্ষি পাণিনী অষ্টাধ্যায়ীতে লিখেছেন ~

ওমভ্যাদানে॥

[অষ্টাধ্যায়ী: ৮/২/৮৭]

অভ্যাদানে বর্তমানস্য ওমিত্যেতস্য পদস্য প্লুতো ভবতি, স চোদাত্তো ভবতি।

অর্থ: ওঙ্কার সর্বদা প্লত স্বরে করা উচিত।

অর্থাৎ, হ্রস্বস্বর "অ"-কার উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে, দীর্ঘস্বর "আ"-কার উচ্চারণে তার দ্বিগুণ সময় লাগে এবং প্লুত স্বরে উচ্চারণ করতে সেই দীর্ঘস্বরের তিনগুণ সময় লাগে অর্থাৎ তিনটি "অ"-বর্ণ ঠিক পর পর উচ্চারণ করার মতো জানবে।

স্বভাবতঃ দূরাহ্বানে, গানে ও রোদনে এই প্লুত স্বরের ব্যবহার হয়। "ও" এবং "ম"- এর মধ্যে যে সংখ্যাবাচক "৩" অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়, তা প্লুতস্বর চিহ্ন জানবে। এই প্লুতস্বরকে ত্রিমাত্র স্বর বলে।

কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেক ভাবেই ওঙ্কার লেখা দেখা যায় : ওঁ, ওঁম্, ও৩ম্, ওঁ, ওঁম্, ওম্ এবং ॐ। কিন্তু ব্যাকরণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "ও৩ম্" লেখাটাই উচিত। তবে উপরোক্ত যেকোনো ওঙ্কার দিয়েও লেখা অনুচিত নয়।